অগ্রদূত পরিচালিত

চলচ্চিত্র ভারতীর

কাঁচা মেঘ

চলচ্চিত্র ভারতী নিবেদিত

কখনো মেঘ

পরিচালনা ঃ
অগ্রদূত

প্রযোজনা ঃ
বিভূতি লাহা
শিব নারায়ণ দত্ত

সংগীত ঃ
সুধীন দাশগুপ্ত

কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ প্রশান্ত দেব
চলচ্চিত্রায়ণ ঃ বিভূতি লাহা
শব্দানুলেখন ঃ ৺যতীন দত্ত, সুশীল সরকার, দেবেশ ঘোষ সোমেন চট্টোপাধ্যায়
সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পূর্ণর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা ঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা ঃ সত্যেন রায়চৌধুরী
গীত রচনা ঃ সুধীন দাশগুপ্ত, প্রশান্ত দেব

প্রচার-পরিকল্পনা ঃ রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
ব্যবস্থাপনা ঃ রমেশ সেনগুপ্ত
রূপসজ্জা ঃ বসির আমেদ
নেপথ্যকণ্ঠে ঃ মান্না দে, আরতী মুখোপাধ্যায়
স্থির-চিত্রে ঃ এড্না লরেঞ্জ
পরিচয়-পত্র লিখন ঃ দিগেন ষ্টুডিও
পোষাক-পরিচ্ছদ ঃ সিনে আর্ট ড্রেসার
"ইলেক্ট্রোভক্স" যন্ত্রে বৈদ্যুৎ শব্দ সংযোজন : কমলেশ শ্রীবাস্তব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মোহর চাঁদ দাঁ (দি আরমারী) ॥ ডেপুটি কমিশনার (সেণ্ট্রাল) কলিকাতা পুলিশ ॥ দিলীপ বসু (দার্জিলিং) ॥ রংগীত টী এষ্টেট (দার্জিলিং) কমল চৌধুরী, নির্মল গুপ্ত (প্যাটেল ইণ্ডিয়া ॥ এন, জি, বসু এণ্ড সন্স ॥ শঙ্কর বিজয় 'স' মিলস্ কোং ॥

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে 'রীভস্' শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ এবং শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় ঃ দেবাংশু মুখোপাধ্যায় ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ ভোলানাথ রায় চলচ্চিত্রায়ণে ঃ বৈদ্যনাথ বসাক ॥ অশোক দাস ॥ ভোলা নায়েক ॥ শব্দানুলেখনে ঃ শৈলেন পাল ॥ সংগীত পরিচালনায় ঃ পরিমল দাশগুপ্ত ॥ ওয়াই, সি, মুল্কী ॥ অশোক রায় ॥ সম্পাদনায় ঃ রমেন ঘোষ ॥ দৃশ্য-সজ্জায় ঃ জগবন্ধু সাউ ॥ রূপসজ্জায় ঃ বটু গাঙ্গুলী ॥ কার্ত্তিক লস্কা ॥ বিশ্বনাথ দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় ঃ অজিত সেনগুপ্ত ॥ সুবোধ দে ॥ রমেশ অধিকারী ॥ রাম মহেন্দ্র ॥ চিত্রনাট্যে ঃ হরেকৃষ্ণ পাল ॥ প্রচার পরিকল্পনায় ঃ পিণ্টু দত্ত আলোক-নিয়ন্ত্রনে ঃ নারায়ণ চক্রবর্তী ॥ নবকিশোর বেহুরা ॥ হটো জানা ॥ ধনেশ্বর ॥ শ্যামল ॥ অমূল্য দাস

ভূমিকায় ঃ—উত্তমকুমার ॥ অঞ্জনা ভৌমিক ॥ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শোভা সেন ॥ সুব্রতা চ্যাটার্জি ॥ বঙ্কিম ঘোষ ॥ প্রসাদ মুখার্জী ॥ নৃপতি চ্যাটার্জী ॥ তরুণ মিত্র ॥ কানু মুখার্জী ॥ মৃণাল মুখার্জী ॥ আনন্দ মুখার্জী ॥ অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য ॥ শিবেন ব্যানার্জী ॥ গৌতম ঘোষ ॥ মাঃ অরিন্দম ॥ শক্তি ভট্টাচার্য্য ॥ রবীন ব্যানার্জী ॥ ডাঃ বলাই দাস ॥ ইন্দুলেখা চ্যাটার্জী ॥ অমর বিশ্বাস ॥ রাম মহেন্দ্র ॥ বিমল দাস ॥ সুধীর দাস ॥ অনিল মিত্র ॥ বাণী বিশ্বাস ॥ ভোলা মুখার্জী ॥ কমল সরকার ॥ কল্পনা দাস ॥ নীলিমা দাস ও জহর রায় (অতিথি)

বিশ্ব-পরিবেশনা
ডি, লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

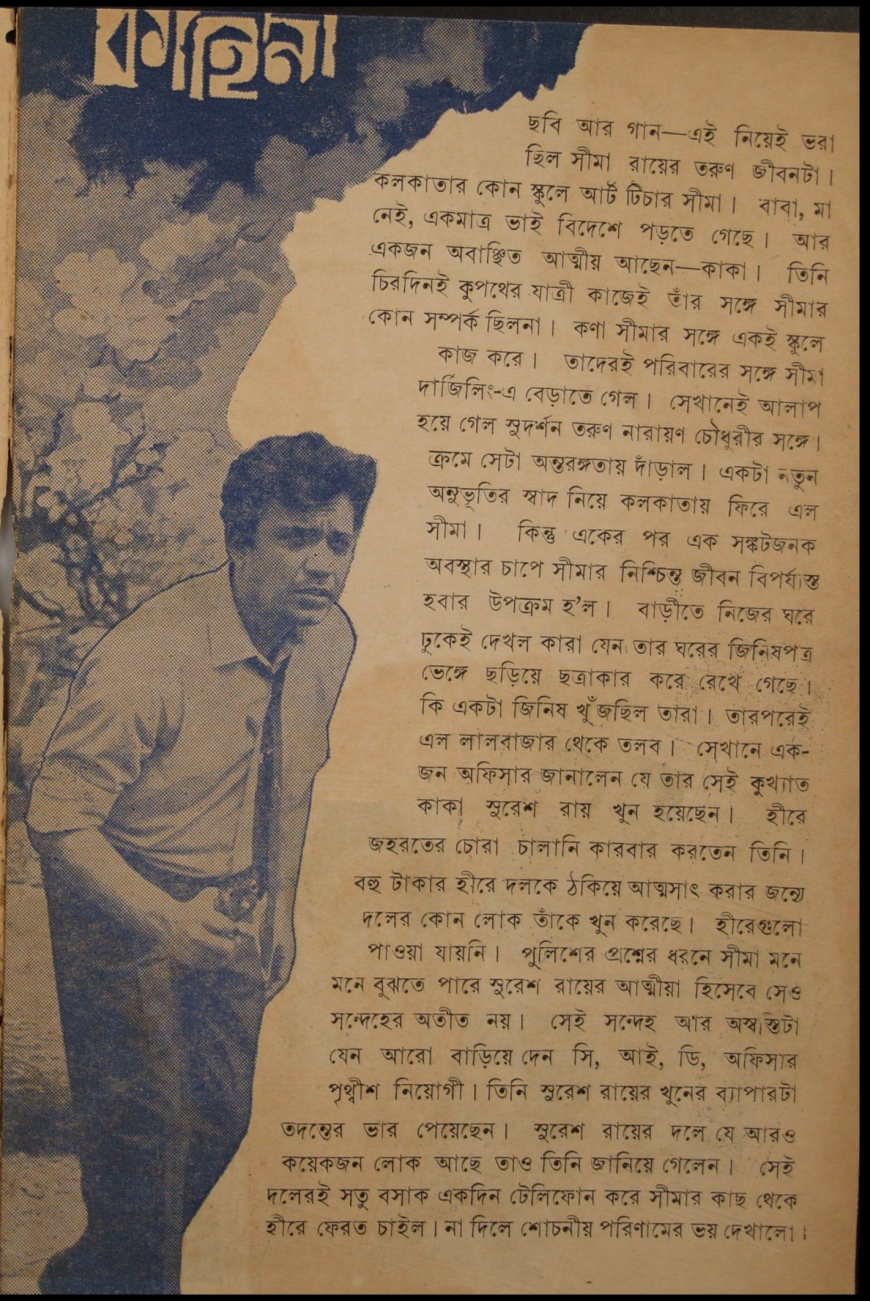

কাহিনী

ছবি আর গান—এই নিয়েই ভরা ছিল সীমা রায়ের তরুণ জীবনটা। কলকাতার কোন স্কুলে আর্ট টিচার সীমা। বাবা, মা নেই, একমাত্র ভাই বিদেশে পড়তে গেছে। আর একজন অবাঞ্ছিত আত্মীয় আছেন—কাকা। তিনি চিরদিনই কুপথের যাত্রী কাজেই তাঁর সঙ্গে সীমার কোন সম্পর্ক ছিলনা। কণা সীমার সঙ্গে একই স্কুলে কাজ করে। তাদেরই পরিবারের সঙ্গে সীমা দার্জিলিং-এ বেড়াতে গেল। সেখানেই আলাপ হয়ে গেল সুদর্শন তরুণ নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে। ক্রমে সেটা অন্তরঙ্গতায় দাঁড়াল। একটা নতুন অনুভূতির স্বাদ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল সীমা। কিন্তু একের পর এক সঙ্কটজনক অবস্থার চাপে সীমার নিশ্চিন্ত জীবন বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হ'ল। বাড়ীতে নিজের ঘরে ঢুকেই দেখল কারা যেন তার ঘরের জিনিষপত্র ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছত্রাকার করে রেখে গেছে। কি একটা জিনিষ খুঁজছিল তারা। তারপরেই এল লালবাজার থেকে তলব। সেখানে এক-জন অফিসার জানালেন যে তার সেই কুখ্যাত কাকা সুরেশ রায় খুন হয়েছেন। হীরে জহরতের চোরা চালানি কারবার করতেন তিনি। বহু টাকার হীরে দলকে ঠকিয়ে আত্মসাৎ করার জন্যে দলের কোন লোক তাঁকে খুন করেছে। হীরেগুলো পাওয়া যায়নি। পুলিশের প্রশ্নের ধরনে সীমা মনে মনে বুঝতে পারে সুরেশ রায়ের আত্মীয়া হিসেবে সেও সন্দেহের অতীত নয়। সেই সন্দেহ আর অস্বস্তিটা যেন আরো বাড়িয়ে দেন সি, আই, ডি, অফিসার পৃথ্বীশ নিয়োগী। তিনি সুরেশ রায়ের খুনের ব্যাপারটা তদন্তের ভার পেয়েছেন। সুরেশ রায়ের দলে যে আরও কয়েকজন লোক আছে তাও তিনি জানিয়ে গেলেন। সেই দলেরই সতু বসাক একদিন টেলিফোন করে সীমার কাছ থেকে হীরে ফেরত চাইল। না দিলে শোচনীয় পরিণামের ভয় দেখালো।

নারায়ণ চৌধুরী ইতিমধ্যে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। সীমার একটা শঙ্কা আর সন্দেহে বুকচাপা অবস্থায় দিন কাটছে। নারায়ণ প্রায়ই তার সঙ্গ আর সহানুভূতি দিয়ে সীমার অনেকটা সময়ই ভরে দেয়। অজান্তেই দুজনে অনেক কাছাকাছি হয়েছে মনের দিক থেকে। তবু সীমা যেন নারায়ণকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনা। এমনই সন্দেহ আর আশঙ্কার বেড়াজালে সে বাঁধা পড়েছে। সুরেশ রায়ের দলের একজন সত্যই একদিন সীমার ওপর হামলা করে। সে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করে নারায়ণ। অবশেষে একদিন সুরেশ রায়ের দলের সতু বসাক আর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য স্বশরীরে হাজির হয় সীমার বাড়ীতে। আবার ফেরত চায় চোরাই হীরেগুলো। সীমা কিছুই জানেনা বলতে তারা অবিশ্বাস করে। আবার বিপদের ভয় দেখায়। সীমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে সন্তু। সীমার বাড়ীর নীচের তলার ভাড়াটে বীণাদির ছেলে। সন্তু জানায় সীমা যখন দার্জিলিংএ ছিল তখন তার কাকা সুরেশ রায় একটা কাঠের বুদ্ধমূর্ত্তি সীমার জন্যে উপহার রেখে গিয়েছিলেন তার মায়ের কাছে। লোভে আনন্দে সতু আর প্রসাদের চোখ চক্ চক্ করে ওঠে।

পুলিশের বড় কর্ত্তা কি ওই মূর্ত্তিটাই খুঁজছিলেন ?

সুরেশ রায়ের দল কি হারানিধি পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা ??

সি, আই, ডি, অফিসার পৃথ্বীশ নিয়োগী কি ব্যর্থ ???

অনুরোধঃ ছবির শেষটুকু কাউকে বলবেন না

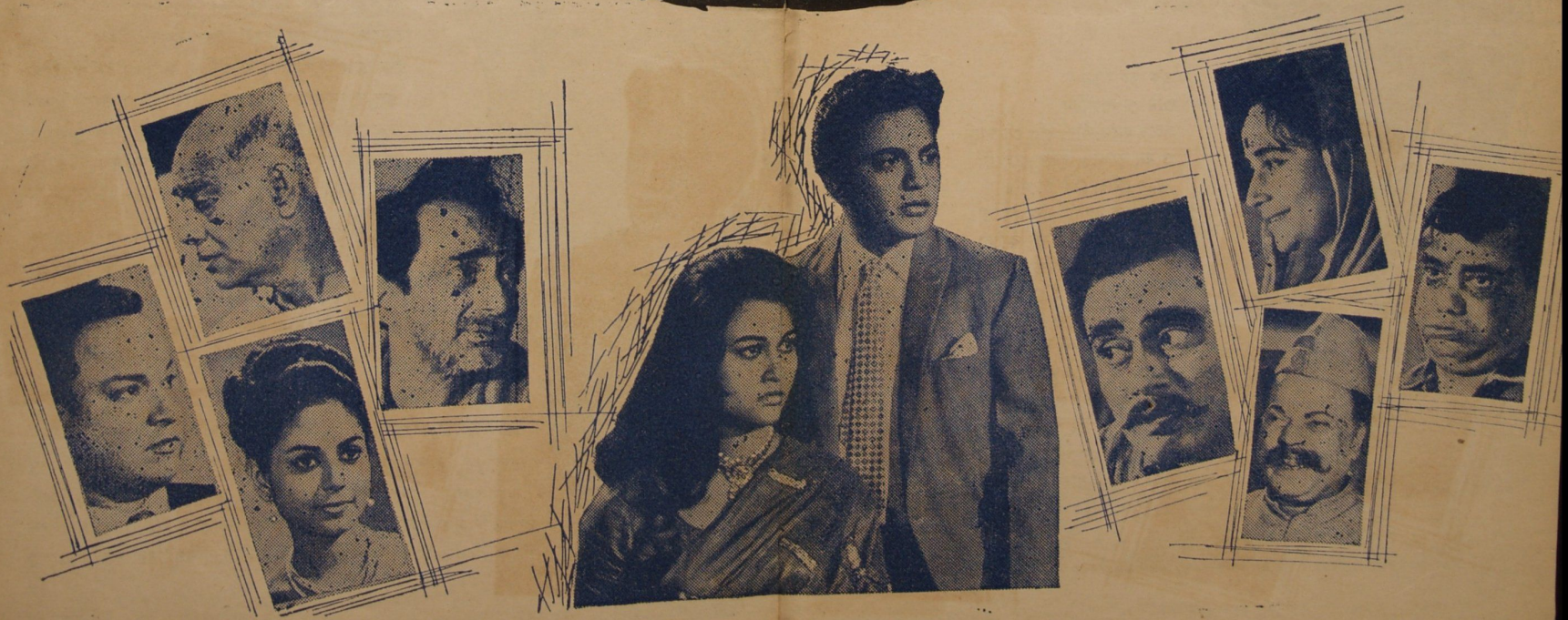

সংগীত

(১)

হারিয়ে যেতে যেতে
অজানা সংকেতে
ছাড়িয়ে গেছি সেইপথ
কখনো মেঘে ঢাকা
কখনো আলো মাখা
ভুলেছি ভবিষ্যৎ ॥
হৃদয় যেন কার সন্ধানে
খুঁজেছে দুটি চোখ সব খানে
সে চোখে যতো আলো
যতো আশা ভালোবাসা।
খুলবে এ বন্ধমনের জগৎ ॥
অন্ধকারে তাকে যায় চেনা
শূন্য হাতে সে আসবেনা।
ভাবি এ চলা কবে শেষ হবে
আলোয় ফেরা সেই উৎসবে
জীবনে যতো কিছু দূর থেকে দেখে দেখে
পাইনি তো মূল্য দেবার মনোরথ ॥

(২)

এক দুই তিন
শুনি যে সারাদিন
হৃদয়ে বাজে বীণ, বুঝি সে জানে।
ও মন ভুলেছে, দুয়ার খুলেছে,
তারি ছোঁয়া সেই গানে ॥
চোখেতে সহসা একি আলো
হারিয়ে গেল যে সবই কালো
সেই আলোকে প্রতি পলকে
তারই ছবি শুধু কাছে টানে ॥
ইচ্ছে করে হয়তো কিছু করি
নয়তো দেখি স্বপ্ন আহামরি
এ যেন পৃথিবী খুশীর মেলা
আকাশ ভরে কত রঙের খেলা
এই বসন্তে
পথেরই প্রান্তে
পায়ে পায়ে যে ছন্দ আনে ॥

(৩)

তোমায় দেখে
ছবি এঁকে
মনের একান্তে দিলাম রেখে
হৃদয় বলে
আমায় ডেকে
ভালোবাসা দিয়ে রেখো ঢেকে ॥
আসুক নেমে বরষা ঘোর
তুমিই রয়েছো গভীরে মোর
দেখা দিও শুধু আড়াল থেকে ॥
আমায় আমি এমন করে
বুঝিনি এ জীবন ভরে,
যদিই কখনো চোখের তারায়
মনের ছবিটি নেমে দাঁড়ায়
তারই আলোয় চিনে নেবো সে কে ॥

(৪)

সব দুষ্টু ছেলেরাই লক্ষী
তারা বাঁধন ছাড়া পক্ষী
সব দিগ্ বিজয়ী বীর
যদি সঙ্গে থাকে ভয় কি ॥
যত ভালো ছেলেরাই বোকা
শুধু পড়ে লেখে কাঁদে
তারা চিরকালেই খোকা
সব কাজে পড়ে ফাঁদে
এই দস্যি দামাল দল
দেখো শক্ত কত নয় কি ॥
যত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া
তারা চলতে গিয়ে খোঁড়া
শুধু দুষ্টু সোনারাই
মিছে দেয়না কোন ঝক্কি ॥
আমি দুষ্টু ভালবাসি
তারা নয়কো গোবর গণেশ
তাদের মিষ্ট লাগে হাসি
আর ছন্নছাড়া এই বেশ
দেশে দস্যু এলে পর
তারা শান্তি পথে রক্ষী ॥

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী ছবি

উত্তমকুমার অভিনীত

চলচ্চিত্র ভারতীর
দ্বিতীয় নিবেদন

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জি
কলিকাতা-৭০০০১০

পরিচালনা

অগ্রদূত

ডি. লুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।